রেঁনেসার নাটক: প্রত্যাশা অনেক

জন মার্টিন

(রেঁনেসার প্রিয় নাট্য কর্মীবৃন্দ,

অষ্ট্রেলিয়ায় অনেকে নাটক করেন। কেউ কেউ আমাকে সেই নাটক নিয়ে লিখতে বলেন আমি লেখি না। না লেখার কারন তাদের অনেকের শুদ্ধ নাট্য চর্চ্চার সাথে প্রেম নেই। কিন্তু আপনাদের সেই প্রয়াশটি আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। তাই আপনাদের কাছে আমার প্রত্যাশা অনেক। প্রবাসের সকল সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে আপনারা আরো ভাল কাজ করুন, প্রবাসে বাংলা নাটককে জনপ্রিয় করে তুলুন তা আমি মনে প্রানে চাই। আপনারা আমার কাছের মানুষ। কারন আপনারা নাটক ভালোবাসেন। আপনাদের জন্য আমার শুভ কামনা আর শুভেচ্ছা জানিয়ে এমন বিশ্লেষনমূলক একটি লেখা লিখলাম।)

প্রবাসে বাংলা নাটক করা চাট্টিখানি কথা নয়। হাজার মন তেল খরচ করে, দাওয়াতের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষনা করে, দীর্ঘদিন রিহার্সল দিয়ে নাটকও তৈরী করা যেতে পারে। কিন্তু দর্শক? নাটক পছন্দ করেন, নাটক ভালবাসেন এমন দর্শক কোথায়? হাতে গোনা গুটি ক'জন নাটকের দর্শক আছেন যাদের ভালো নাটক দেখার কথা বলতে হয় না, টেলিফোনে রিমাইন্ডার দিতে হয় না। তারা নাটকের খবর পেলে নিজ গরজেই মিলনায়তনে চলে আসেন। কেবল তাদের উপর নির্ভর করে নাটক তৈরী করলে নির্ঘাত ভরা ডুবি। এই সিডনীতে সাধারন দর্শক প্রথমে দেখেন কোন কোন তারকা অভিনয় করছে? নাটকটি কে আয়োজন করছে? অতএব তারকা ছাড়া নাটক সাধারন দশর্কদের যে টানবে না -সে কথা জানা। অবশ্য সারা পৃথিবীতেই মঞ্চ নাটকের দর্শকের সংখ্যা কম। কারন সবাই মঞ্চ নাটক দেখতে পারেন না। মঞ্চ নাটক ঐ এক ডলারে ডিভিডি কিনে, ঘরে বসে নাটক দেখার মত নয়। মঞ্চ নাটক দেখতে হলে এক ধরনের প্রস্তুতি দরকার। যেমন যেদিন নাটক দেখবেন সেদিন আপনাকে প্ল্যান করে সেই মিলনাযতনে সময় মত যেতে হবে। সেখানে বেশী দামে টিকেট কিনতে হবে এবং মিলনায়তনে বসে নাটকটি দেখতে হবে। এত সব ঝক্কি ঝামেলা এড়িয়ে খুব কম মানুষই নাটক দেখতে যান। আর তারকা বিহীন বাংলা নাটক হলে তো অবস্থা আরো ত্রাহি ত্রাহি। প্রবাসে বাংলা নাটকের যখন এমন অবস্থা তখন মেলবর্নের রেঁনেসা ড্রামা সোসাইটি সিডনীতে তাদের সপ্তম প্রযোজনা 'মেরাজ ফকিরের মা' নাটক মঞ্চায়নের প্রচেষ্টা রীতিমত স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করার মত অবস্থা। তারপরও নাটকের প্রতি তাদের ভালবাসা তাদের এই ত্রিশ জন নাট্যকর্মীকে সেই দু:সাহসিক কাজটি করার অনুপ্রেরনা জুগিয়েছে। মানুষ ভালবাসার জন্য কিনা করতে পারে! রেঁনেসার প্রত্যেকটি নাট্যকর্মীকে আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। শুনেছি এই বিশাল দল পাঁচ হাজার ডলারের চাপ মাথায় নিয়ে এই দু:সাহসিক কাজটি করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি এই খরচের ১/৫ অংশও সম্ভবত সিডনীর মানুষ তাদের হাতে তুলে দিতে পারেননি। কামরুজ্জামান বালার্ক এই প্রবাসের বৈরী পরিবেশে মাসের পর মাস এতগুলো চরিত্রের নাটকটি রিহার্সেল করে প্রযোজনাটি তৈরী করেছেন। এ এক অসম্ভব কাজ। আর এই কাজটি করা কেবল নাট্যকর্মীদের পক্ষেই সম্ভব। এই দলটি কি সিডনীতে আরো বেশী দশর্ক আশা করতে পারে না? এই সিডনীতে কি অধিকাংশ মানুষ ঐ 'হালকা মেজাজের বিনোদনের' দশর্ক হয়ে গ্যালো? তারপরও প্রবাসে শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চ্চার শুভ ইচ্ছায় রেঁনেসা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাবে বাংলা নাট্য চর্চ্চার।

Gevi bvU‡Ki K_v...

যারা নাটকটি দেখেননি তাদের জন্য খুব সংক্ষেপে নাটকের ঘটনাটি বলি। তাহলে এই আলোচনায় আপনারাও অংশ গ্রহন করতে পারবেন। মেরাজ ফকির একটি গ্রামের ফকির। যিনি ঐ গ্রামের মানুষদের পানি পড়া দেন, ফতোয়া দেন এবং নিজের স্ত্রী কে পর্দার দোহাই দিয়ে দিনের বেলায় বাড়িতে মশারীর মধ্যে বসিয়ে রাখেন। তার দুই মেয়েকে লেখা পড়া করতে দেন না। ছোট ভাই যাত্রায় গান করে বলে সবার সামনে তাকে জুতা পেটা করেন। তার আরেক ভাই শহরে থাকেন। তার স্ত্রী আধুনিক, শিক্ষিত। মেরাজ ফকির ভাবেন এগুলো বেলাল্লাপনা এবং মেরাজ ফকির তার মাকে এই বলে শাসিয়ে যান যে যদি তার মা এই বিষয়ে কিছু না বলেন তবে সে তার পরিবার নিয়ে বাড়ী ছেড়ে 'খানকা শরীফে' চলে যাবেন। এ সব কিছুই হয় মেরাজ ফকিরের বাবার চোখের সামনে।

এসব তো মেরাজ ফকিরের বাড়ীর ঘটনা। বাড়ীর বাইরে অন্য ঘটনা। পাশের গ্রামের গেদু ফকির একজন কৃষকের বউ এর পেটে আলকাতরা লাগিয়ে দেয় এই অপরাধে যে সে তার স্বামীর সাথে ক্ষেতে কাজ করছিল। এখানেই শেষ নয়। গেদু ফকির সেই সাথে এই ফতোয়া দেয় যে মহিলারা আর বাড়ীর বাইরে কাজ করতে পারবে না। গেদু ফকির বিপদের টের পেয়ে মেরাজ ফকিরের সাথে হাত মেলানোর প্রস্তাব দেয়। মেরাজ ফকির ও গেদু ফকিরের সাথে হাত মেলাতে চান কেবল নিজের ধর্ম ব্যবসাকে পোক্ত করার জন্য । প্রয়োজনে মেরাজ ফকির নতুন ফতোয়া দিয়ে তাদের ধর্ম ব্যবসা ঠিক রাখবেন। কিন্তু ঘটনা ক্রমে জানা যায় - যে মেরাজ ফকিরের মা একজন হিন্দু এবং সে ধর্ম পরিবর্তন না করেই এই উনচল্লিশ বছর স্বামীর সাথে ঘর করেছেন, তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এবং এক সন্তানকে আল্লাহর সেবা করার জন্য মাদ্রাসায় দিয়ে ছিলেন যে কিনা আজ মেরাজ ফকির। গেদু ফকির এই সুযোগ হাত ছাড়া করবেন কেন? গেদু ফকির ফতোয়া দিলেন যে মেরাজ ফকির একজন হিন্দুর ছেলে এবং সে এত বছর শত শত মুসলমানের ধর্ম নষ্ট করেছেন। অতএব মেরাজ ফকিরকে পুরো পরিবার সহ তওবা করতে হবে। মেরাজ ফকিরের কাছে তার ধর্ম ব্যবসা সবচেয়ে প্রিয়। অতএব সেই ব্যবসা রক্ষার জন্য মেরাজ ফকির তার হিন্দু মা আলো রানীকে তরবারী নিয়ে ধর্ম রক্ষার নামে খুন করতে যায়। কিন্তু সেখানেই নাটকীয় ভাবে তার পরিবর্তন ঘটে। মেরাজ ফকিরের হঠাৎ কোরানের একটি বানী মনে পড়ে যায় এবং সাথে সাথে মন পরিবর্তন করে মা সহ সবাই কে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলে!

পালাতে গিয়ে পুরো পরিবার গেদু ফকিরের হাতে ধরা পড়ে। গেদু ফকির আলোরানীকে গর্তে পুঁতে ঢিল ছোড়ার ফতোয়া দেয়। গেদু ফকিরের শিষ্যরা যখন

আলো রানীকে ঢিল ছুড়ে- তখনই মেরাজ ফকির এসে তার মাকে উদ্ধার করে এবং বলে যে- মা কে রক্ষা করাই সন্তানের বড় ধর্ম । মেরাজ আলী মায়ের পা ধরে ক্ষমা চায় ।

মা তার সন্তানকে ক্ষমা করে । দর্শকদের চোখে জল আসে এবং দর্শক আবেগে আপ্লুত হয়ে মেরাজ ফকিরকে ক্ষমা করেন । কারন মেরাজ ফকির তার মাকে রক্ষা করেছে । মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছে । বাঙালীর সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় মা- আর সেই মায়ের এক ফোটা দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম---গান গেয়ে মেরাজ ফকির দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করে । মেরাজ ফকির হয়ে উঠে নাটকের নায়ক । দর্শক ভুলে যায় এই মেরাজ ফকির পানিতে ফু দিয়ে তা বিক্রি করে, গ্রামে ফতোয়া দেয়, নিজের ভাই কে গান গাওয়ার অপরাধে জুতা পেটা করে, তার ভাই এর শিক্ষিত স্ত্রীর আচরনকে বেলাল্লাপনা বলে, গেদু ফকিরের সাথে ধর্ম ব্যবসা ঠিক রাখার জন্য তার সাথে আতাঁত ক'রে সারা গ্রাম তটস্থ করে রাখে ।

নাটক টির শুরু থেকে শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগ পর্যন্ত দর্শকদের ভিতর মেরাজ ফকিরের ধর্ম ব্যবসা আর তার ধর্মের নামে উদ্ভট আচরন নিয়ে যে ক্ষোভ তৈরী হয় নাটকের শেষ পাঁচ মিনিটে ঐ 'মা' সংক্রান্ত মেলোড্রামা তার সব কিছু মুহূর্তে উড়িয়ে দেয় । নাটক শেষে একজন দর্শক মনে গভীর প্রশান্তি নিয়ে বের হন এই ভেবে যে মেরাজ ফকির তার মাকে সম্মান করেছে । কিন্তু মেরাজ ফকিরের অন্য সব কুকীর্তির জন্য যতখানি রাগ, ক্ষোভ হবার কথা তা কিন্তু দর্শকদের আর মনে থাকে না । ভিলেন মেরাজ ফকির যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় নায়ক হয়ে উঠে । আর তাই মেরাজ ফকির মুহূর্তেই ধর্ম ব্যবসার নামে পানি পড়া, ফতোয়া দেওয়া, দোররা মারা, পাথর ছোড়ার ব্যবসার একটি সামাজিক পাসপোর্ট পেয়ে যায় ।

আমার বিস্ময় আর ক্ষোভের জায়গাটি এখানেই । 'মেরাজ ফকিরের মা' নাটকটি আবদুল্লাহ আল মামুনের । যার পরিচয় নতুন করে দেয়ার কিছু নেই । মামুন ভাই কে চিনি দীর্ঘদিন ধরে । তার লেখা নাটক 'সুবচন নির্বাসনে' এবং 'তোমরাই' আমি নির্দেশনা দিয়েছি । তার লেখা নাটকের গাঁথুনির সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের । দেশ ছেড়েছি ২০০১ সালে । মেরাজ ফকিরের মা নাটকটি আমি আগে দেখিনি । আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনা মামুন ভাই এমন একটি নাটক লিখবেন - যেখানে ধর্ম ব্যবসার নামে উন্মত্ত ধর্ম ব্যবসায়ীরা সামাজিক ভাবে এমন লাইসেন্স পেয়ে যাবে! নাটকের কোথাও একবারের জন্য ও ঐ ফতোয়া দেয়া, দোররা মারা বা পাথর ছোড়র বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি । ধরুন গেদু ফকির যদি মেরাজ ফকিরের মাকে পাথর না মেরে অন্য কোন মহিলাকে গর্তে পুঁতে পাথর মারতো -তাহলে কি মেরাজ ফকির তার প্রতিবাদ করতো? আমি নিশ্চিত তা হতো না । কারন গেদু ফকির যখন অন্য মহিলার পেটে আলকাতরা লাগিয়েছিল তখন কিন্তু মেরাজ ফকির সেই মহিলার পাশে দাড়ায়নি । তা হলে সহজ সমীকরন এই যে মেরাজ ফকিরের কাছে ঐ সকল কাজ (ফতোয়া) সবই জায়েজ- যদি সে গুলো তার মায়ের সাথে করা না হয় । আমি ভেবেছি আবদুল্লাহ আল মামুন হয়তো ঐ আলো রানী কে কেবল মেরাজ ফকিরের মা নয় বরং আমাদের দেশটাকে বুঝিয়েছেন । কিন্তু হোচট খেলাম । নাটকের কোথাও সেই ইংগিত পেলাম না । আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি এই নাটকটি আবদুল্লালহ আল মামুনের লেখা- যিনি আমাদের স্বাধীনতা , আমাদের দেশ, আমাদের সংস্কৃতিকে বহন করেন তার প্রতিটি রক্ত কণিকায় ।

wb‡`k‡Ki Rb¨ wKQ K_v...

কামরুজ্জামান বার্লাক-এর তিনটি নাটকের কাজ দেখার সুযোগ হয়েছে । এটা রেঁনেসার সপ্তম প্রযোজনা । আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে রেঁনেসা কি নাটকের বিষয় বস্তু বিশ্লেষন করেছিলো?

নাটকটির উপস্থাপনা নিয়ে কয়েকটি বিষয়ে কথা না বললেই নয় । নাটক কি 'রিয়ালিষ্টিক' নাকি 'সাজেসটিভ' ফর্মে উপস্থাপন করা হয়েছে? নাটকের পোষাক, মঞ্চ সামগ্রী (যেমন পানের কৌটা , হুক্কা, বদনা ইত্যাদি), খাট, চেয়ার দেখে মনে হয়েছে যে নাটকটি রিয়ালিষ্টিক । তাহলে যে দৃশ্যে পানি বিক্রির জন্য মেরাজ ফকিরের শিষ্যরা প্রস্তুত হচ্ছিল সেখানে পানি ব্যবহার না করে পানি ব্যবহারের মূকাভিনয় কেন করা হোল বুঝলাম না । হুক্কায় আগুন নেই অথচ হুক্কা খেয়ে বিষম খাচ্ছেন । ভাবলাম তাহলে এটা নিশ্চয় সাজেসটিভ । কিন্তু ওখানেও হোচট খেলাম । মঞ্চের বাম দিকে বিশাল জায়গা জুড়ে সত্যিকারের খাট এবং বিছানা অন্য দৃশ্য চলা কালে চোখের কাঁটা হয়ে দাড়িয়ে ছিল । ইস্ত্রি করা পরিপাটি অতি পরিষ্কার জামা কাপড় বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল নাটকের ডিজাইনটি সাজেসটিভ নয় । নির্দেশক সম্ভবত এই বিষয়ে খুব একটা নজর দেননি । তাতে ক্ষতি যা হয়েছে তা বোঝার জন্য ক্রিকেটের উদাহরন দেই । ক্রিকেট -সবুজ ঘাসের মাঠে খেলা যায়, বিচে খেলা যায়, আবার ব্যাক ইয়ার্ডেও খেলা যায় । কোন খেলোয়ার যদি বিচ ক্রিকেটে সবুজ মাঠের খেলা খেলতে চান তাতে ফল টা কি হবে? সে যতই চেষ্টা করুক না কেন বলে বা ব্যাটে সেই যাদু দেখাতে পারবে না । এই নাটকে ঠিক তাই হয়েছে । এই দলে অনেকে ভালো অভিনয় করেন, কিন্তু তারা ঠিক পরিবেশটি পাননি । আরো সহজ ভাষায়- সবুজ মাঠের যাদের খেলার কথা তাদেরকে ব্যাক-ইয়ার্ডে খেলতে দেয়া হয়েছে ।

একজন যাদুকর যেমন মঞ্চ, লাইট আর যাদুর সরঞ্জাম নিয়ে মঞ্চে যাদু দেখায় ঠিক তেমনি এক জন অভিনেতাও মঞ্চে আলো, সেট, মঞ্চ সামগ্রী আর পোষাক দিয়ে এমন যাদু তৈরী করেন যে দর্শক তখন ঐ দৃশ্যটি বিশ্বাস করা শুরু করে । মঞ্চ সামগ্রী মঞ্চে সেই যাদু তৈরীতে এক বিশাল ভূমিকা পালন করে । অথচ এই বিষয়টি অবহেলা করা হয়েছে । একটি উদাহরন দিয়ে বলি- আলোরানী যখন খাবার বন্ধ করে নির্বিকার বসে থাকে তখন যে গম্ভীর পরিবেশ তৈরী হয় তা মুহূর্তেই নষ্ট হয়ে যায় যখন তার ছেলের বউ খালি থালা থেকে আলো রানীর মুখে ভাত তুলে দেয়ার অভিনয় করে । ঐ দৃশ্যে আলো রানী, তার বৌমা, তাদের পোষাক এবং ভাতের থালাটি 'রিয়েল' । তাহলে থালায় ভাত থাকবে না কেন?

মেরাজ ফকিরের শিষ্যরা অষ্ট্রেলিয়ায় তৈরী ফ্র্যাঙ্কলিন পানির বোতলে পানি না ভরে দড়িতে বাঁধা কাঁচের বোতলে পানি ভরলে ঐ নাটকের যাদুটি আরো চমৎকার হতো । মেরাজ ফকিরের পরিবারের সবাইকে দড়ি দিয়ে বাঁধার জন্য গোলাপী রংয়ের নাইলনের দড়ি ব্যবহার না করাই বেশী সঙ্গত ছিল । এগুলো যোগাড় করা কি খুবই কষ্টকর?

কেবল ভাল অভিনেতা দিয়ে নাটক উৎরে যায় না । তার জন্য দরকার সেট, লাইট ডিজাইন এবং টিম ওয়ার্ক । লাইট দিয়ে অভিনয়ের জোন তৈরী করে নিলে

একই জায়গায় বিভিন্ন দৃশ্য অভিনয় করতে গিয়ে পুরো দলের হিমশিম খেতে হোত না। ভিন্ন পরিবেশ বোঝানোর জন্য তিনটি বড় পর্দায় ছবি একে সাজেশান দেয়া হয়েছে। এটা কি আসলেই দরকার ছিল? আরো অনেক শৈল্পিকভাবে এই পর্দা পরিবর্তনের বিষয়টি এড়ানো যেত। আমি প্রথম প্রদর্শনিটি দেখেছি । শো চলা কালে মাজারের পর্দাটি হঠাৎ ছিড়ে পড়ে যায়। ঐ পর্দাটি আবার লাগানোর জন্য মঞ্চের পর্দা টেনে, টর্চ লাইট দিয়ে পর্দাটি আবার লাগানোর জন্য যে ৯ মিনিট দর্শক কে অন্ধকারে বসিয়ে রাখা হোল তার কোন দরকার ছিল না। নাটক চলাকালে অন্ধকারে এক মিনিট এক ঘন্টার সমান। সেখানে ৯ মিনিট নাটক বন্ধ করে সেট ঠিক করা কিছুতেই ঠিক হয়নি। ঐ পর্দাটি ঠিক না করলেও দর্শকদের নাটকটি বুঝতে কোন অসুবিধা হতো না । কিন্তু ঐ ৯মিনিট খরচ করাতে যা হয়েছে তা হোল নাটকের উত্তেজনা যেখানে উঠেছিল -তা ধপাস করে পড়ে গ্যাছে । তাতে অভিনেতাদের আবার নতুন করে টেমপো তুলতে হয়েছে।

মঞ্চে কে কোন জিনিষ সরাবে, ঠিক করবে তা বোধ হয় খুব একটা প্র্যাকটিস করা হয়নি। তাই হালকা অন্ধকারে এলো পাথাড়ি চলাফেরা ভাল টিম ওয়ার্কেও কথা বলে না। সব চেয়ে খারাপ লেগেছে দৃশ্য শুরু হয়ে যাবার পর নাটকের চরিত্র মঞ্চে ঢুকে এমন ভাব করলেন যে এখনও দৃশ্য শুরু হয়নি। সামগ্রিক ভাবে পর্দার অন্ত রালে দলের টিম ওয়ার্ক ভাল লাগেনি।

Awf‡bZv‡`i Rb¨ wKQ K_v:

ভাল মাঠ ,ভাল আবহাওয়া, ভাল পিচ হলে খেলোয়ার ভাল খেলবেন। রেঁনেসায় বেশ কিছু ভাল অভিনেতা রয়েছেন। যারা সারাক্ষন ভাল করার চেষ্টা করেছেন । তবে সবচেয়ে চমৎকার অভিনয় করেছেন আলোরানীর বাবার চরিত্রে মানিক চক্রবর্তী। ভাল অভিনয় করার জন্য যে দীর্ঘ সময় মঞ্চে থাকতে হয় না মানিক চক্রবর্তী তার চমৎকার উদাহরন। তার মেকআপ, পোষাক, অভিনয় এক অদ্ভুত 'ইলিউশন' তৈরী করেছিল । সেরাজের চরিত্রে মাহফুজুর রহমান কেন যে অধিকাংশ সময় চোখ বুজে অভিনয় করলো বুঝলাম না।

মঞ্চে প্রতিটি মুভমেন্ট জ্যামিতিক আকারে বর্ণনা করা যায়। প্রতিটি মুভমেন্টের একটি অর্থ থাকে । আমার মনে হয়েছে নাটকে ব্লকিং নিয়ে কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে । যারা একেবারে নতুন তাদের শুভেচ্ছা। কিন্তু তাদের প্রচুর কাজ করতে হবে। গেদু ফকিরের সংলাপ উচ্চারনে যতখানি নাটকিয়তা মুভমেন্টে ততখানি নাটকিয়তা নেই। মেরাজ ফকির উচ্চ স্বরে সংলাপ বলে পুরো নাটকটি ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। এছাড়া তার আর কিই বা করার ছিল? তাজুল ভাল অভিনয় করেন কিন্তু এই নাটকে তাকে ভীষন ম্রিয়মান মনে হয়েছে। গেদা ফকিরের দু'শিষ্য কয়েকটি দৃশ্যে চমৎকার করেছেন। বদনা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি কি খুব প্রয়োজন ছিল?

আয়শা জামান তার সাবলীল অভিনয় দিয়ে নাটকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পাড় করে দিয়েছেন। আবদুল্লাহ আল মামুন কি ভেবে দুবাই ফেরত চরিত্রটি তৈরী করেছেন জানিনা। বার্লাকের 'স্টাইলাইজড' অভিনয় অন্যান্য চরিত্রের সাথে সিনক্রোনাইজ করেনি।

Avgiv bvU‡KiB ‡jvK...

এই লেখাটি অনেকেই পচ্ছন্দ করবেন না। কারন যা ভাল হয়নি কিংবা নাটকটি আরো কি ভাবে ভালো করা যেত - আমি কেবল তাই লিখেছি। তার কারন রেঁনেসা দীর্ঘদিন নাট্য চর্চা করে। এটা তাদের সপ্তম নাটক। অতএব উচ্চমানের নাটক আমরা কেন তাদের কাছ থেকে আশা করবো না ? প্রবাসে বাংলা মঞ্চ নাটক দেখার সুযোগ খুব কম। আর এই সীমিত দর্শকদের যদি ভাল নাটক এবং কাজ দেখাতে না পারি তাহলে এই দর্শক ভাববেন বাংলা মঞ্চ নাটক এই ভাবেই হয়। আমি জানি এই প্রবাসে নাটক করা কি যন্ত্রনাময় অভিজ্ঞতা । আমরা যারা শুদ্ধনাট্য চর্চায় বিশ্বাস করি তারা সেই যন্ত্রনার কথা মাথায় রেখেই এই যাত্রা শুরু করি। আমি আপনাদের নাটকের উপর খুব হালকা একটি লেখা লিখতে পারতাম। মনের মাধুরী মিশিয়ে আপনাদের খুশী করার জন্য কিছু প্রশংসা বানী দিতে পারতাম। তাতে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হোত প্রবাসে নাট্য চর্চার।

জন মার্টিন

অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক

probashimartins@gmail.com